



সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক ঈষিক  
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ  
তারিখ : ৩০.১০.২০২৩খ্রি.

সংবাদ  
সম্পাদকীয়  
প্রবন্ধ/চিত্রপত্র

## শেরপুরে ১৩ হাজার কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে প্রণোদনার বীজ-সার বিতরণ



শেরপুর সংবাদদাতা : শেরপুরে রবি/২০২৩-২৪ মৌসুমে গম, ভুট্টা, সরিষা, চিনাবাদাম, শীতকালীন পেঁয়াজ, মুগ ও মসুর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক ১৩ হাজার ৪৫ জন কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবর রোববার সকালে সদর উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে ওই সার-বীজ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) রিয়াদাত সাদাত হোসেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মেহমাজ ফেরদৌসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা পরিষদের ডাইস-চেয়ারম্যান সাবিহা জামান শাপলা, লছমনপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আব্দুল হাই, চরশেরপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মো. সেলিম মিয়া।

জানা যায়, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জন্য কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় চলতি রবি মৌসুমে সদর উপজেলার ৯ হাজার কৃষকের মাঝে সরিষা বীজ, ২৭০০ কৃষকের মাঝে গম বীজ, ৯৫০ জন কৃষকের মাঝে ভুট্টা বীজ, ৪৫ জনের মাঝে চিনা বাদাম বীজ, ২২০ জনের মাঝে শীতকালীন পেঁয়াজের বীজ, ৬০ জনের মাঝে মুগ ও ৭০ জনের মাঝে মসুরের বীজ এবং সার বিতরণ করা হয়। প্রত্যেক কৃষককে ১ বিঘা জমিতে সরিষা ফসল আবাদের জন্য ১ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি সার, গম ফসল আবাদের জন্য ২০ কেজি বীজ, ১০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি, ভুট্টা আবাদের জন্য ২ কেজি বীজ, ২০ কেজি ডিএপি, ১০ কেজি এমওপি, চিনাবাদাম ফসলের জন্য বীজ ১০ কেজি, ডিএপি ১০ কেজি, এমওপি ৫ কেজি, শীতকালীন পেঁয়াজের জন্য বীজ ১ কেজি, ডিএপি ১০ কেজি, এমওপি ১০ কেজি, মুগ ফসলের জন্য বীজ ৫ কেজি, ডিএপি ১০ কেজি, এমওপি ৫ কেজি এবং মসুর ফসলের জন্য বীজ ৫ কেজি, ডিএপি ১০ কেজি ও এমওপি সার ৫ কেজি করে বিতরণ করা হয়।



সংবাদপত্রের নাম: : দৈনিক স্বজন  
প্রকাশনার স্থান : ময়মনসিংহ  
তারিখ : ৩০.১০.২০২৩খ্রি.

সংবাদ :  
সম্পাদকীয় :  
প্রবন্ধ/চিত্রিপত্র :

## গৌরীপুরে কলেজ ছাত্র হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন



গৌরীপুর প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের গৌরীপুরের হাফেজ জিয়াউর রহমান ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র ইয়াসিন আহম্মেদ শরীফ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে রোববার (২৯ অক্টোবর/২৩) উপজেলার মনাটি বাজারে এলাকাসীরা বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে।

প্রতিবাদ সমাবেশে শরীফের দাদী রোকিয়া খাতুন জানান, আমার নাটিকে এরশাদ খুন করেছে। এরপরে নাটিকে নিয়ে হাসপাতালে যেতে বাধা দেয়। এরশাদ আর তার চার ভাই রাস্তায় দা, লাঠি-বলুম নিয়ে দাঁড়িয়ে বলে আমার বাবার রাস্তা দিয়া

তোদেরকে যেতে দিবো না। এরশাদের ফাঁসি চাই ও আর ওর ভাইদের যাবতজ্জীবন চাই।

নিহতের মা শরিফা আক্তার অভিযোগ করেন হত্যাকাণ্ডে জড়িতরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের আতঙ্কে আমরা ভীত। যে কোনো মুহূর্তে আবারও হামলা করতে পারে। তিনি প্রশ্ন করেন; খুনের সঙ্গে জড়িতরা ঘুরছে কিভাবে?

মানববন্ধন কর্মসূচীতে হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে বক্তব্য রাখেন সিধলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. জয়নাল আবেদীন, নিহতের বাবা মো. সবুজ মিয়া, মা শরিফা আক্তার, দাদী রোকিয়া খাতুন, ফুফি আছমা বেগম, রিকশা(২য় পাতায় ৭ম কলাম দেখুন)

## গৌরীপুরে কলেজ ছাত্র হত্যাকাণ্ডের

(১ম পাতার পর) চালক সুরঞ্জ আলী, সহপাঠী মো. মাসুদ মিয়া প্রমুখ।

প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের পিতা মো. সবুজ মিয়া জানান, তার ছেলে শ্যামগঞ্জ হাফেজ জিয়াউর রহমান ডিগ্রী কলেজের একাদশ শ্রেণি ছাত্র। গত বুধবার তার পুত্র ইয়াসিন আহম্মেদ শরীফ (১৬), তার বন্ধু মো. ফারুক মিয়া (১৬), মো. রফিক মিয়া (১৭), তরিকুল ইসলাম (১৫) ও মো. লিমন মিয়া (১৬) কে সঙ্গে মাথার চুল কাটার উদ্দেশ্যে মনাটি বাজারে যাচ্ছিলো। ওরা মনাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ইটের সলিং রাস্তায় পর মো. এরশাদ মিয়া ছুরি দিয়ে আমার ছেলের বুকে পাড় দেয়। এতে মাটিতে লুটিয়ে পরে এবং প্রচার রক্তক্ষরণ হয়। তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। পুত্র হত্যার বিচার চেয়ে হত্যাকাণ্ডের মূল আসামী মো. এরশাদ মিয়া ও অজ্ঞাতনামা ৪জন আসামী করে গৌরীপুর থানায় তিনি মামলা দায়ের করেন। গৌরীপুর থানার অফিসার ইনচার্জ মো. মাহমুদুল হাসান জানান, প্রধান আসামী এরশাদ মিয়াকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন, অন্য আসামীদের সনাক্তকরণ ও গ্রেফতারে কাজ করছে পুলিশ।